দৈনিক বাংলা

038-A তারিখ ... 02 JUL 198... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৭-২ আষাঢ় ১৩৯৫

চারবোর্ডের এসএসসিঃ পাসের গড় হার ৫৯ ৮১

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৫৯ দশমিক ৮১।

চারটি বোর্ড থেকে এবার ৩ লাখ ৬০ হাজার ৫ শ ২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। পাস করেছে ২ লাখ ১৫ হাজার ৬ শ ৯ জন। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার

পরীক্ষার আংশিক বিবরণ
৯ পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠায়

সর্বোচ্চ ৬৫ দশমিক ১৮। সর্বনিম্ন পাসের হার যশোর বোর্ডের ৫৬ দশমিক ৪৪। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৫৬ দশমিক ৬৩ এবং রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৬১ দশমিক ৬৮।

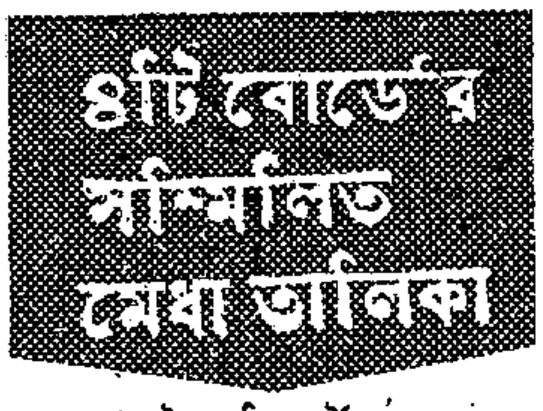

ঢাকা বোর্ডে ৫টি লেটারসহ ৮৪৬ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের আরিফ অহমদ। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ছাত্র সাইফ আবদুল্লাহ হারুন। ৫টি লেটার নিয়ে সে ৮৩৬ নম্বর পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে ৫টি লেটারসহ ৮৩২ নম্বর পেয়ে কুমিল্লা জেলা স্কুলের মোহাম্মদ জসীমউদ্দীন প্রথম স্থান লাভ করেছে। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কুমিল্লা জেলা স্কুলের মোহাম্মদ রুবায়েত হাসান ও সিলেট ক্যাডেট কলেজের কাজী মোহাম্মদ খালেদ। তারা উভয়েই ৫টি লেটারসহ ৮২৭ নম্বর পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডে প্রথম হয়েছে ৬টি লেটারসহ ৮৮৬ নম্বর পেয়ে মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন। চার বোর্ডের মধ্যে তার নম্বর সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ শফিউল আলম। ৫টি লেটারসহ সে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

আরিফ

জসিমউদ্দীন

আমিনুল হক

৪টি বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

চারটি বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

ঢাকা বোর্ড

প্রথম : আরিফ আহমদ, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি লেটার), দ্বিতীয় : সাইফ আবদুল্লা হারুন, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ঢাকা (পাঁচটি), তৃতীয় : সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল (চারটি), শামীমুর রহমান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি), চতুর্থ : মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল (চারটি), পঞ্চম : মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), মোহাম্মদ শাহজামান জাকির, মীর্জাপুর ক্যাডেট

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

খেলাধুলায় আরিফ সমান উৎসাহী

(স্টাফ রিপোর্টার)

পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা—এই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম। আর এ নিয়মের মাঝে থেকেই আরিফ এবারের শীর্ষ স্থানটি জয় করে নিয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

জসিম রোজ [illegible] ঘন্টা পড়েছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুমিল্লা, ১লা জুলাই।— জসিম উদ্দিন ডাক্তার হতে চায়। জসিম এ বছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

আমিনুল রোজ ৬ ঘণ্টা লেখাপড়া করেছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

আমিনুল হক ওরফে লিটন যশোর বোর্ডের মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। সে ভবিষ্যতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক।

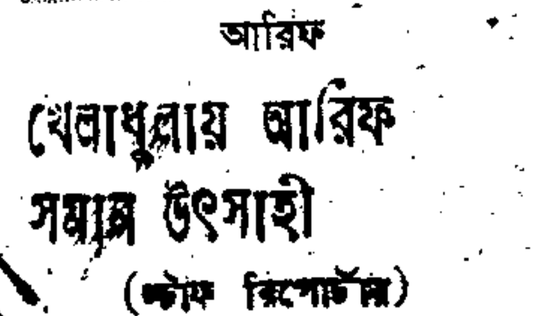

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শাহনাজ আফরোজ

নাজনীন আক্তার

মাহবুবা আক্তার

শাহনাজ ডাক্তার হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

শাহনাজ আফরোজ ওরফে নিপা ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় নবম ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। গরীব দুঃখী মানুষকে সেবা করার জন্যে সে ভবিষ্যতে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

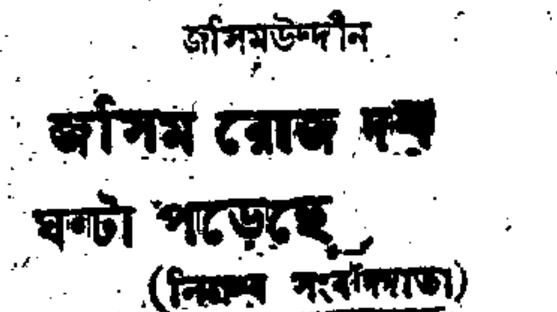

পরীক্ষার টুকিটাকি

(স্টাফ রিপোর্টার)

পরীক্ষার্থী হিসাবে তালিকাভুক্ত থাকলেও এবার তিনটি শিক্ষা বোর্ড থেকে পাঁচ হাজার ৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দেয়নি।

রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষা দেয়নি ২ হাজার ৩শ ৬৩ জন, ঢাকা বোর্ড থেকে দেয়নি ১ হাজার ৯শ

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

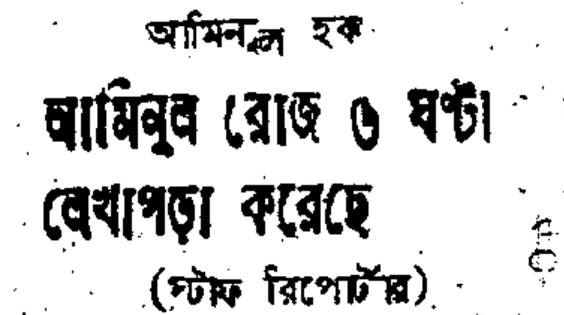

মাহবুবা ডাক্তার হতে আগ্রহী

॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ॥

কুমিল্লা, ১লা জুলাই।—মাহবুবা আক্তার লিমা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের মধ্যমিক পরীক্ষায় এ বছর মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

লিমার পিতা মরহুম মোরশেদ আলম ছিলেন রেলওয়ের ডাক্তার। দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে লিমা দ্বিতীয়। সম্মিলিত মেধা তালি-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

038-B

02 JUL 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... । ... কলাম ... । ...
১৭ই আষাঢ় ১৩৯৫

সুনন্দন বিশ্বাস

গৃহ শিক্ষকের কাছে সুনন্দন পড়েনি

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

যশোর, ১লা জুলাই।—সুনন্দন বিশ্বাস যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

যশোর সেনানিবাস দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্র সুনন্দন পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ মোট ৮ শ ৩৯ নম্বর পেয়েছে। মৃদুভাষী নম্র স্বভাবের সুনন্দন একজন চিকিৎসক হবার ইচ্ছা রাখে।

সুনন্দন মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার চাতরা তালঘড়ি গ্রামের সুনীল বিশ্বাসের ছেলে। তার পিতা স্থানীয় একটি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক।

আর্থিক সংকটের দরুন সুনন্দন যশোর উপশহরে এক বাসায় লজিং থাকতো। সে পড়াশোনা করতো

(শেষ পৃঃ ৫—এর কঃ দ্রঃ)

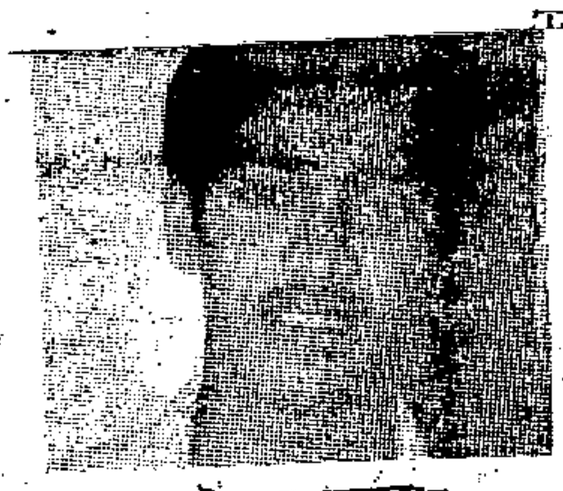

সাইফ আবদুল্লাহ

সাইফ কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়তে চায়

।।স্টাফ রিপোর্টার।।

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় এবারের দ্বিতীয় স্থানটি সাইফ আবদুল্লাহ হারুনের। রেজাল্টের খবর প্রথম জানতে পারে বন্ধুদের কাছ থেকে। পরে স্কুলে গিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

ঢাকা গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ছাত্র সাইফ মোট ৮৩৬ নম্বর পেয়েছে, সঙ্গে রয়েছে পাঁচটি বিষয়ে লেটার। মেধা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পাসের গড় হার

(১ম পৃঃ পর)

৮৬২ নম্বর পেয়েছে।

যশোর বোর্ডে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোঃ আমিনুল হক ৬টি লেটারসহ ৮৪৫ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী যশোরের দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্র সুনন্দন বিশ্বাস। ৫টি লেটারসহ তার নম্বর ৮৩৯।

ঢাকা বোর্ড থেকে এবার সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এই সংখ্যা ১ লাখ ১১ হাজার ৩ শ ২৪ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১০ হাজার ১শ ৮০ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৩ হাজার ২ শ ৩৭ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৬শ ২৯ জন মিলিয়ে মোট ৬৩ হাজার ৪৬ জন পাস করেছে।

কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছিল ৮৫ হাজার ২ শ ৫ জন। পাস করেছে ৫৫ হাজার ৫শ ৪২ জন। এর মধ্যে ৮ হাজার ৯শ ৮৯ জন প্রথম বিভাগে, ৩৮ হাজার ৫শ ৩০ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৮ হাজার ২৩ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডে ৮৫ হাজার ২শ ১০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। পাস করেছে ৫২ হাজার ৫শ ৬১ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৮ হাজার ৬ শ ২ জন, দ্বিতীয় বিভাগ ৩৩ হাজার ৯ শ ৬৩ জন ও তৃতীয় বিভাগ ৯ হাজার ৯ শ ৯৬ জন।

যশোর বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল সবচেয়ে কম সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী। তাদের সংখ্যা ছিল ৭৮ হাজার ৭ শ ৬৩ জন। এর মধ্যে ৮ হাজার ৯১ জন প্রথম বিভাগ, ২৯ হাজার ৯ শ ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ৬ হাজার ৬ শ ৪০ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। এ বোর্ডে পাস ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৪৪ হাজার ৪ শ ৬০।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায় ছাত্রীদের স্থান খুবই গৌণ। প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২টি স্থান পেয়েছে ৩ জন ছাত্রী, কুমিল্লা বোর্ডে ৩টি স্থান পেয়েছে ৪ জন ছাত্রী; রাজশাহী বোর্ডে ৫টি স্থান পেয়েছে ৫জন ও যশোর বোর্ডে ১টি স্থান পেয়েছে একজন ছাত্রী। অর্থাৎ চার বোর্ডের ৮০টি স্থানের মধ্যে মাত্র ১১টি স্থান পেয়েছে ১৩ জন মেয়ে। অন্যদিকে বাকী ৬৭টি স্থান পেয়েছে ১১৭ জন ছাত্র।

ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় আধিপত্য মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের। একক অথবা যুগ্মভাবে এই কলেজের ছাত্ররা ১০টি স্থান অধিকার করেছে। ৩টি স্থান একক বা যুগ্মভাবে পেয়েছে ঢাকার মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়। এছাড়া ঢাকার ধানমন্ডি সরকারী [illegible]

মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শাহনাজ আফরোজ ৫টি লেটারসহ ৮২৫ নম্বর পেয়ে ঢাকা বোর্ডে নবম স্থান ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কুমিল্লা বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রাধান্য কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজের ছাত্ররা দ্বিতীয় স্থানসহ মোট ৭টি স্থান একক বা যুগ্মভাবে পেয়েছে। প্রথম স্থানসহ মোট ৫টি স্থান দখল করেছে কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্ররা।

এই বোর্ড থেকে ফয়জুন্নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাজনীন আক্তার জাহান ও মাহবুবা আক্তার উভয়ে ৮১৭ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় শীর্ষস্থানের অধিকারী রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রথম তিনটি স্থানসহ এই কলেজের ছাত্ররা ১১টি স্থান একক বা যুগ্মভাবে দখল করেছে।

রংপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা ৪টি স্থান ও পাবনা ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা ৩টি স্থান একক বা যুগ্মভাবে পেয়েছে।

এই বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে রাজশাহী সরকারী পি এন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মাহজাবা উম্মে সালাম। ৬টি লেটারসহ সে ৮৩৭ নম্বর পেয়েছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার স্থান পঞ্চম।

যশোর বোর্ডের মেধা তালিকায় ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা ৯টি স্থান একক বা যুগ্মভাবে পেয়েছে। প্রথম স্থানসহ ৮টি স্থান পেয়েছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা।

এই বোর্ডের মেধাতালিকায় ১৪ শ ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান বরিশাল পাতারহাট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাকিলা ইসরাত নাসরীনের। সে ৪টি লেটারসহ ৮১৮ নম্বর পেয়েছে।

দৈনিক বাংলা

38-C

তারিখ 02 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৭ই আষাঢ়-১৩৯৫

শাহরীন রায়হান।

রুবায়েত হাসান

মোহাম্মদ খালেদ

শাহরীন স্থাপত্য প্রকৌশলী হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় আইডিয়েল হাইস্কুল থেকে মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে ১৬শ স্থান লাভ করেছে শাহরীন রায়হানা আজীজ ফুল্লরা ও আফরিন সুলতানা। এরা দু জনই পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ ৮১৭ নম্বর পেয়েছে।

রেজাল্ট পেয়ে কৃতি ছাত্রী শাহরীন রায়হানা গতকাল দৈনিক বাংলা অফিসে আসে। সে জানায়, ছবি আঁকা তার ভাল লাগে। তাই ভবিষ্যতে সে একজন স্থাপত্য প্রকৌশলী হয়ে তার জীবন গড়বে।

শাহরীন রায়হানার আলাদা কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। সে নিয়মিত ৯/১০ ঘন্টা অধ্যয়ন করেছে।

শাহরীন শুধু কৃতি ছাত্রীই নয়—সে একজন গায়িকা। দেশাত্মবোধক গানে সে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছে। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে শাহরীন দ্বিতীয়। তার বাবা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি চীফ। মা একজন গৃহিণী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও হুমায়ুন আহমেদ তার প্রিয় লেখক।

রুবায়েত প্রতিদিন ১২ ঘন্টা পড়েছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা-

কুমিল্লা ১লা জুলাই।— কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে রুবায়েত হাসান। সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায়।

কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে রুবায়েত পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮২৭ নম্বর পেয়েছে। ভাল রেজাল্টের জন্যে সে নিয়মিত ৭/৮ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে। অঙ্ক ও ইংরেজী বিষয়ে তার প্রাইভেট টিউটর ছিল।

কুমিল্লা জেলা স্কুলের শিক্ষক হেদায়েতুল ইসলাম তার পিতা। রুবায়েত জানায় তার লেখাপড়া ও ফলাফলের পেছনে পিতার অবদানই সবচেয়ে বেশি। তবে জেলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তাহাজ্জুদ হোসেনের অবদানও সে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। পরীক্ষার ক মাস আগে থেকে রুবায়েত ১২/১৩ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে। রুবায়েতের শখ বক্তৃতা, বিতর্ক আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা। তার প্রিয় দল ঢাকা মোহামেডান। প্রিয় খেলোয়াড় রঞ্জিত।

কাজী খালেদের আগ্রহ পদার্থ বিজ্ঞানে

(স্টাফ রিপোর্টার)

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে কাজী মোহাম্মদ খালেদ।

সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ সে ৮২৭ নম্বর পেয়েছে। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে সে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়।

খালেদের বাবা কাজী আলাউদ্দীন আইসিডিডিআরবি-এর একজন কর্মকর্তা। সে বাবা-মার প্রথম সন্তান।

জসিম

(প্রথম পৃঃ পর)

কুমিল্লার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী করম আলীর সন্তান জসিম কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। জসিম ৫টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮৩২ নম্বর পেয়েছে।

জসিম জানায় প্রতিদিন সে গড়ে দশ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে। জসিমের গৃহশিক্ষক ছিল দু জন। জসিম জানায় স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা তাকে উপকৃত করেছে। এ ছাড়া প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তাহাজ্জুদ হোসেনের সহযোগিতার জন্যও সে কৃতজ্ঞ। জসিম তার পিতামাতার অনুপ্রেরণাকেই সবচেয়ে বড় মনে করে।

এক প্রশ্নের উত্তরে জসিম জানায় নিয়মিত প্রতিদিন লেখাপড়া করলে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব। জসিম অবসরে বই পড়ে, গান শোনে, খেলাধুলার খোঁজ খবর রাখে। সে নিজেও খেলাধুলায় আগ্রহী।

টুকিটাকি

(প্রথম পৃঃ পর)

৩৪ জন এবং কুমিল্লা বোর্ড থেকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেনি ৭শ ৭ জন ছাত্র ছাত্রী।

০ ০ ০

চারটি বোর্ড থেকে এবার ৬ হাজার ৩শ ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে ঢাকা বোর্ড থেকে ৪ হাজার ৪৪ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৩শ ৯৬ জন ছাত্র ও ১ হাজার ৬শ ৪৮ জন ছাত্রী। কুমিল্লা বোর্ড থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে ৬শ ৪৩ জন ছাত্র ও ৪শ ৬১ জন ছাত্রী মিলিয়ে মোট ১ হাজার ১শ ৪ জন। রাজশাহী বোর্ড থেকে ২শ ৯৯ জন প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে ২শ ৩৭ জন ছাত্র ও ৬২ জন ছাত্রী। যশোর বোর্ডের ৮শ ৬৬ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬শ ২৮ জন ছাত্র ও ২শ ৩৮ জন ছাত্রী ছিল।

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের তুলনায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাসের হার অনেক কম। ঢাকা বোর্ডে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ৫৭ দশমিক ৫৬। অথচ প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ৩১ দশমিক ৯৪। কুমিল্লা বোর্ডে নিয়মিতদের পাসের হার ৫৮ দশমিক ১৭ এবং অনিয়মিত বা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ২১ ভাগ। রাজশাহী বোর্ডে কলা শাখায় ৩৯ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ও ৫৩ দশমিক ১৭ শতাংশ নিয়মিত পরীক্ষার্থী পাস করেছে। যশোর বোর্ডে কলা বিভাগে নিয়মিত ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাসের হার যথাক্রমে ৪৫ দশমিক ৫৪ এবং ২৫ দশমিক শূন্য ৫ ভাগ।

০ ০ ০

চারটি বোর্ডের তিনটিতেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাসের হার কম। ঢাকা বোর্ডে ছাত্রদের পাসের হার ৫৬ দশমিক ৯৯ এবং মেয়েদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৯১। কুমিল্লা বোর্ডে এই হার যথাক্রমে ৬৫ দশমিক ৪২ এবং ৬৪ দশমিক ৬৫। যশোর বোর্ডে ৫৬ দশমিক ৮৩ ভাগ ছেলে ও ৫৫ দশমিক ৫৩ ভাগ মেয়ে পাস করেছে।

রাজশাহী বোর্ডে মেয়েদের পাসের হার বেশি ৬৩ দশমিক ৬৭ ভাগ। অন্যদিকে ছেলেদের পাসের হার ৬০ দশমিক ৯১ ভাগ।

০ ০ ০

চারটি বোর্ডে এবার ৫শ ৮৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ঢাকা বোর্ডে ১শ ২৪টি, কুমিল্লা বোর্ডে ১শ ৩১টি, রাজশাহী বোর্ডে ১শ ৫৩টি এবং যশোর বোর্ডে ১শ ৫০টি।

বিদেশী কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল এবার ৮টি।

সাইফ

(১-এর পৃঃ পর)

তালিকায় প্রথম কয়েকজনের মধ্যে নাম থাকবে—এ আশা সাইফের ছিল। টেস্ট পরীক্ষার পর সাইফ প্রতিদিন ১৩/১৪ ঘন্টা করে লেখাপড়া করেছে। ইংরাজি ও বিজ্ঞানের জন্যে ওর দু জন প্রাইভেট টিউটর ছিল। অন্যান্য বিষয়েও একটি নির্ধারিত সময়ের জন্যে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নিয়েছে।

ওর প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আগ্রহী।

সাইফ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় ভীষণ উৎসাহী বলে জানায়। প্রিয় টীম মোহামেডান।

প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমদ।

সাইফের বাবা মুহম্মদ আবদুল্লাহ হারুন পরিকল্পনা কমিশনের একটি শাখার জয়েন্ট চীফ। মা বিজ্ঞান গবেষণাগারের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার। সাইফরা তিন ভাই এক বোন। ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গে সাইফের মত হচ্ছে, রাজনীতি সম্পর্কে জানা থাকা ভাল তবে ছাত্র অবস্থায় বেশি জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়।

মাহবুবা আক্তার

(১-এর পৃঃ পর)

কায় সে সপ্তম স্থান অধিকার করে।

লিমা কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে ৫টি লেটারসহ মোট ৮১৭ নম্বর লাভ করে। লিমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়া। লিমা প্রতিদিন গড়ে ৭/৮ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে।

নাজনীন আক্তার

নাজনীন আক্তার জাহান লুবনা এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

তার পিতা আবদুল কুদ্দুস শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মচারী। লুবনার ইচ্ছা ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়া। সে কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে।

মেধা তালিকা

(প্রথম পৃঃ পর)

কলেজ (পাঁচটি), ষষ্ঠ : এস এম আবদুর রউফ মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), সপ্তম : সঞ্জয় মজুমদার, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল (পাঁচটি), অষ্টম : আদিল ফয়সাল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল ঢাকা (পাঁচটি), কাজী রাফি অহমাদ, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), দশম : শেখ হাসিবুল করিম, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি), মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক খান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ (চারটি)।

কুমিল্লা বোর্ড

প্রথম : মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, কুমিল্লা জেলা স্কুল (পাঁচটি

৩-এর পৃঃ দ্রঃ

সুনন্দন

(১-এর পৃঃ পর)

দৈনিক গড়ে ১২ ঘন্টা করে। কোন গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ার মত সঙ্গতিও তার ছিল না। তবে স্কুলের শিক্ষকগণ তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

সুনন্দন যশোর সেনানিবাস দাউদ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয় ১৯৮৫ সালে। ইতিপূর্বে সে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি লাভ করে।

আমিনুল

(১ম পৃঃ পর)

বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র লিটন প্রতিদিন গড়ে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। লিটনের বাবা জনাব ফরিদউদ্দিন আহমদ ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের এসিস্ট্যান্ট একাউন্ট্যান্ট। মা রহিমা বেগম একজন গৃহবধূ।

ক্লাসের ফার্স্ট বয় লিটন জানাল যে তার ধারণা ছিল রেজাল্ট আরো ভালো হবে। সে পেয়েছে ছটি লেটারসহ ৮৪৫ নম্বর।

তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে লিটন চতুর্থ। তার বড় ভাই আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছেন।

লিটন জানায়, পরীক্ষা শেষে শর্টহ্যান্ড শেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তবে এই অবসরে সে টিউশনি করেছে। তার শখ হচ্ছে ইংলিশ মিউজিক শোনা এবং বই পড়া।

লিটনদের আদি নিবাস পুরনো ঢাকায়। লিটনের বাবা জনাব ফরিদ উদ্দিন ছেলের কৃতিত্বে মহাখুশি। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে আমি আর মাটিতে নেই। লাখ টাকায়ও এরকম আনন্দ পাওয়া যায় না। এ ঘটনা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দৈনিক বাংলা

38-D

তারিখ 02 JUL 1987 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
১৭ই আষাঢ় ১৩৯৪ বং

মেধা তালিকা

(৮ এর পৃঃ পর)

লেটার), দ্বিতীয় ঃ মোহাম্মদ রুবায়েত হাসান, কুমিল্লা জিলা স্কুল (পাঁচটি), কাজী মোহাম্মদ খালেক, সিলেট ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), তৃতীয় ঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, সিলেট ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), চতুর্থ ঃ শেখ মোহাম্মদ অলী, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (চারটি), মোহাম্মদ কামরুল আবেদীন, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (চারটি), পঞ্চম ঃ শাহবাজ নজরুল, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (চারটি), ষষ্ঠ ঃ নওশাদ আমিন, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ (চারটি), মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন খান, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), সপ্তম ঃ নাজনীন আক্তার জাহান, ফয়জুন্নেসা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা (পাঁচটি), মাহবুবা আক্তার, ফয়জুন্নেসা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (চারটি), অষ্টম ঃ মোহাম্মদ ইমরান হোসেন, কুমিল্লা জিলা স্কুল (চারটি), নবম ঃ সাবরিন জাহান, আওয়ার লেডি অব ফাতিমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা (পাঁচটি), মোহাম্মদ শামসুল আলম কলেজিয়েট স্কুল চট্টগ্রাম (চারটি), দশম ঃ প্রদীপ কুমার দাস, দি এইডেড হাইস্কুল সিলেট (চারটি), সোহেল মাহমুদ, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি), মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার, কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম (চারটি)।

রাজশাহী বোর্ড

প্রথম ঃ মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (ছয়টি লেটার), দ্বিতীয় ঃ মোহাম্মদ শফিউল আলম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), তৃতীয় ঃ মোহাম্মদ সুজা শাহরিয়ার, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), চতুর্থ ঃ এ কে এম কামরুল রমজান, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), পঞ্চম ঃ মাহজুবা উম্মে সালাম, রাজশাহী সরকারী পি এন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (ছয়টি), ষষ্ঠ ঃ সাবরিনা জেসমিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল (ছয়টি), মোহাম্মদ আহসান হাবিব, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি), সপ্তম ঃ ইরম শাহজাদ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ সৈয়দপুর (পাঁচটি), এ কে এম আফজাল হোসেন, পাবনা ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), অষ্টম ঃ আবু উলা মুহাম্মদ হাসিনুল ইসলাম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (চারটি), মোহাম্মদ ইউনুস আলী রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, (চারটি), মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম খন্দকার, রংপুর জিলা স্কুল (চারটি), নবম ঃ এস এম মাসুদুর রহমান, বগুড়া জিলা স্কুল (চারটি), দশম ঃ মোহাম্মদ রেজওয়ানুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল (পাঁচটি), মোহাম্মদ আবদুর রাকিব সিদ্দিক, লক্ষ্মীপুর দিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (পাঁচটি)।

আরিফ

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রথম হয়েছে আরিফ আহমাদ। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আরিফ পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮৪৬ নম্বর পেয়েছে।

গতকাল দুপুরে আরিফ তাদের বনানীর বাড়িতে বসে জানায়, সাংবাদিকদের কাছ থেকে তার প্রথম হওয়ার রেজাল্ট প্রথমে জানতে পায়। আরিফের সাফল্যে আনন্দিত পিতা-মাতা এবং ভাই বোনেও এ সময় ওর পাশে বসা। মেধা তালিকায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে নাম থাকবে বলে ওর প্রত্যাশা ছিল। টেস্ট পরীক্ষায় স্থান ছিল তৃতীয়।

কলেজের নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী আরিফ প্রতিদিন ৩/৪ ঘন্টা করে পড়েছে। বিভিন্ন ছুটিতে বাড়ি এলে আরিফ দু জন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে।

খেলাধুলাতেও সমান উৎসাহী আরিফ। কলেজের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফুটবল খেলতেও ভালবাসে। প্রিয় টিম ব্রাদার্স ইউনিয়ন। আরিফের প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র ও নিমাই ভট্টাচার্য। ভাল লাগে আধুনিক বাংলা গান। পছন্দের দৈনিক পত্রিকা দৈনিক বাংলা।

আরিফ ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। রাজনীতি করতে হলে শিক্ষা জীবন শেষ করেই তা করা উচিৎ বলেও মনে করে। আরিফ ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়।

আরিফ আহমাদের ডাকনাম শোভন। ওরা দু ভাই, দু বোন। আরিফের বাবা রশীদ আহমাদ সিভিল ইঞ্জিনীয়ার-একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী।

কন্যা রাশির জাতক আরিফ মনে করে যে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করলে যে কেউ ভাল রেজাল্ট করতে পারে।

শাহনাজ আক্তার

(প্রথম পৃঃ পর)

ডাক্তার হতে চায়।

নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে নিপার প্রতিক্রিয়া ঃ স্ট্যান্ড করব আশা করিনি। প্রথমে খবরটা বিশ্বাসই করতে পারিনি।

মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিপা প্রতিদিন গড়ে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। ক্লাসে সে ছিল ফার্স্ট গার্ল। তার কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। তিন মাস স্কুলে কোচিং ক্লাস করেছে। মাসখানেক একজন শিক্ষক তাকে বুক কিপিং বিষয় পড়িয়েছেন।

দুই বোনের মধ্যে নিপা বড়। খুলনার দৌলতপুর উপজেলার মেয়ে নিপা। নিপার বাবা জনাব রেজাউল করিম রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহকারী পরিচালক।

গতকাল দুপুরে আমরা যখন উত্তর শাহজাহানপুরে নিপাদের বাসায় যাই তখন তার বাবা ছিলেন অফিসে। নিপার মা মোমেনা রেজা মেয়ের কৃতিত্বে খুব খুশি। বললেন, মাসখানেক আগে স্বপ্ন দেখেছি, মেয়ে নবম হয়েছে। তখন ওকে আরো মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলি।

নিপা পরীক্ষার পর সেলাই শিখেছে। অবসরে সে গান শোনে, বই পড়ে। পড়াশোনায় তার প্রিয় বিষয় হচ্ছে গণিত।

যশোর বোর্ড

প্রথম ঃ মোহাম্মদ আমিনুল হক, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (ছয়টি লেটার), দ্বিতীয় ঃ সুনন্দন বিশ্বাস, দাউদ পাবলিক স্কুল যশোর (পাঁচটি), তৃতীয় ঃ আসলাম খয়ের, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি), চতুর্থ ঃ মোহাম্মদ আবদুল্লা ইকবাল, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি), পঞ্চম ঃ নাফিছ ইমতিয়াজ আলম, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), ষষ্ঠ ঃ মুহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, আনওয়ারী ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ (চারটি), সপ্তম ঃ আহমেদ আল মারুফ, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর (পাঁচটি), অষ্টম ঃ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম শরীফ, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), নবম ঃ মোহাম্মদ রাকীবুল হাসান, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি), দশম ঃ মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ (পাঁচটি)।